[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিগত ও বতর্মান জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই দুর্নীতিবাজকে মেহেরপুর থেকে দ্রুত বদলী করা না হলে আগামীতে কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।

ঝিনাইদহে বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের সুষ্টু বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবীতে ঝিনাইদহে সাবেক বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১২ জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার পক্ষ থেকে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এতে চাকুরিচ্যুত বিডিআর সদস্য ও বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার সভাপতি বিএম কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ল্যান্স নায়েক আব্দুল কাদের, হাবিলদার আলিফ হোসেন, সিপাহী সেলিম হোসেন, নায়েক মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক মোঃ আজিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্র শিবিরের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আলমঙ্গীর হোসেনসহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, যুগ্ম-আহবায়ক মনির হোসেন, সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ২০০৯ সালে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত, অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতদের সকল সুযোগ সুবিধাসহ পুণরায় চাকুরীতে পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবী তুলে ধরেন।

[redacted]

[redacted]

মানববন্ধন শেষে লিফলেট বিতরণ ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন দ্বিতীয় সমন্বয়ক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিডিআর সদস্য মোহাম্মদ নাহিদ, মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, মোহাম্মদ প্রতিকসহ বিডিআর পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল ইস্টিশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবীতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৪ টার সময় এই মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবিতে স্থানীয়রা মানববন্ধন করেছে। তারা সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেন যেনো স্টপেজ দেয় সেজন্য অসংখ্য মানুষ জয়রামপুর রেল স্টেশনে বিভিন্ন প্লেকার্ড নিয়ে ট্রেন থামানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়।

সংবাদ শুনে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সামাল দিতে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ, সেনাবাহিনী ও এসিল্যান্ড ঘটনাস্থলে মানববন্ধনের শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমাদের জয়রামপুর রেল স্টেশন জেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশন। রাজশাহী মেডিক্যাল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য এই স্টেশনে যেনো সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ আপ ডাউন ট্রেন থামানো হয়। এখানে স্টোপেজের দাবীতে আমরা আজ মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। এই লাইনে প্রথম গেদে থেকে জগতী ইস্টেশন পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হয়। তখন

থেকেই এই জয়রামপুর ইস্টিশন চালু ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এই স্টেশন টি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রমে আছে, বলতে গেলে এখন জয়রামপুর ইস্টিশন বন্ধ আছে। আমদের দাবী এই স্টেশন টি অতি তাড়াতাড়ি যাতে চালু হয় আমরা জনগণ সেই দাবী জানান।

সাবেক সেনা সদস্য লাজিব আক্তার সিদ্দিকী বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে আগে স্টেশন মাস্টার ছিল, স্টাফদের থাকার জায়গা ছিল, গেটম্যান ছিল। এখান এখানে আর কিছুই নাই স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা চাই স্টেশনটি আবার নতুন করে চালু করা হোক এবং সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টোপেজ দাবী করছি। এখানে যেন আগের মত স্টেশন মাস্টার এবং গেটম্যান সহ সকল বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনায় দেখবেন এমনটি আশা করেন।

জয়রামপুর মানবকল্যান যুব সংগঠন এর সভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম মিলন বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে গেট ম্যান না থাকার কারণে বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ-অকালে ঝরে গেছে। এই স্টেশনটিতে স্টেশন মাস্টার সহ কোন লোকজন নেই। কিন্তু এক সময় এই ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল। কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে গেছে।

১৮৬২ সালে গেদে থেকে কুষ্টিয়াজ জগতী রেললাইন চালু হয়। তখন থেকেই জয়রামপুর রেল স্টেশন জমজমাট ছিল। এই অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষের অধিক মানুষ এই জয়রামপুর স্টেশন ব্যবহার করতো। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর গুড়েরহাট যেখান থেকে সারা বাংলাদেশে ট্রেনের মাধ্যমে খেজুরের গুড় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হতো। স্থানীয় অর্থকরী কৃষি ফসল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনের মাধ্যমে যেত, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। অনতিবিলম্বে এই স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ও গেটম্যান সহ সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টপেজ দাবী করছি।

মেহেরপুরে সীমানা

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং নম্বর ওয়ার্ড জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী সোহেল রানার নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাবেক কাউন্সিল সোহেল রানা ডলার, পৌরসভা পেশাজীবী সম্পাদক নুর রহমান, ইমারত শ্রমিকের সদস্য জিন্নাতুল ইসলাম, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মোঃ আব্দুস সামাদ, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হোসেন আলী বাবু, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভুক্তভোগী মোছাঃ রবিয়াস সানি, রানা ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোরস্থান পাড়া, শিশু বাগানপাড়া, ইসলামপাড়া ও সার্কিট হাউস পাড়ার এলাকাবাসীর আয়োজনে মানববন্ধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ভোটার ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকাতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে সাংবাদিক সমাজ।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুরে কর্মরত সর্বস্তরের সাংবাদিকদের আয়োজনে ঘন্টা ব্যাপি এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক জনবানীর জেলা প্রতিনিধি রাশেদ খানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর রিপোর্টাস ক্লাবের সভাপতি মাহাবুবুল হক পোলেন, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান, রাব্বি আহমেদ, সাজিবুল হক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সদর উপজেলা

প্রতিনিধি কামরুল হাসান, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধি আবু রায়হান (নিরব), সাকিব হাসান রুদ্রসহ অন্যান্যরা।

এ সময় বক্তরা বলেন রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম সহ পত্রিকাটির চার সাংবাদিকের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের গ্রেপ্তারও দুষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। হামলার সাথে জড়িতরা আটক না হলে মেহেরপুরের সর্বস্তরের সাংবাদিকরা মানববন্ধন ছাড়াও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য থাকবে বলেও জানান।

রাজধানীতে ৪ সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা।

আজ রোববার(২৯ ডিসেম্বর) বিকালে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে দর্শনা থানার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দ এ মানববন্ধন কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন। মানববন্ধনে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: ওসমানের সভাপতিত্বে দর্শনা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনায়, বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল, হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান সুমন, চন্চল মেহবুব, নজরুল ইসলাম, আহসান হাবিব মামুন, রাজিব মল্লিক, হাসমত আলী, ইমতিয়াজ রয়েল, ওয়াসিম রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল আলিম, আবিদ হাসান রিফাত, আব্দুল হান্নান,

বিল্লাল হোসেন, আসিম সাইফ, জালাল উদ্দিন।

এ সময় বক্তরা বলেন, গত ২৫ শে ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে বাংলা মোটর মোড়ে হঠাৎ করে ২৫/৩০ জন একদল সন্ত্রাসী রড লাঠিসোটা নিয়ে অর্তিকিত হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিবাদে দর্শনার সাংবাদিকরা বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে কঠোর আন্দলোনের হুশিয়ারি দেন।

এসময় দর্শনার সর্বস্তরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের র্যালি ও মানববন্ধন

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই কানুকে যে অপমান করা হয়েছে, তা ইতিহাসে বিরল এবং কল্পনারও অতীত। এ ধরনের ঘটনা আমাদের জাতীয় মানসিকতা ও অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যারা এ ধরণের অপকর্ম করছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা অতীতে ভুল করেছেন এবং এখনও ভুল করছেন। কিন্তু সংশোধন হওয়ার জন্য এখনো সময় আছে।

আজ রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই কানুকে গলায় জুতার মালা পরিয়ে লাঞ্ছিত করার ঘটনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এক মানববন্ধনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবের কথা বলেন, পরিবর্তনের কথা বলেন, যা ভালো। আমরাও চাই দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। কিন্তু আপনাদের সাহস কোথা থেকে আসে, যে আপনারা আমাদের দেশের নাম পরিবর্তন করবেন? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মানবেন না, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করবেন, বিজয় দিবস ও জাতীয়

পতাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন? সংবিধান ছুড়ে ফেলে দেবেন? এই ধৃষ্টতা আপনাদের কোথা থেকে হলো, তা আমাদের বোধগম্য নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের লাঞ্ছনা বন্ধ করুন। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের সম্মান নষ্ট করার অধিকার কারও নেই।

একটি বিশেষ দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই দেশে নাকি মাত্র দুটি সংস্থা দেশপ্রেমি সেনাবাহিনী এবং তারাই। আর বাকি কেউ দেশপ্রেমিক নয়! এই দুঃসাহসের উৎস কী? এমন চিন্তাধারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আঘাত করে এবং জাতিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালায়।

আমাদের আহ্বান, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান করতে শিখুন। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস, বিজয়ের গৌরব, এবং সংবিধান রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটি শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের নয়, সমগ্র জাতির মর্যাদার বিষয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ পাতানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওউমেদীন মাষ্টার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমজাদ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান টুটুল এবং কিতাব আলী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম বলেন, আজ যারা কানু ভাইকে জুতার মালা পরিয়েছেন, তাদের পিতাদেরও মুক্তিযোদ্ধা হওয়া উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস, যারা আজ এমন কাজ করতে সক্ষম, তাদের পিতারা যদি মুক্তিযোদ্ধা হতেন, তবে তারা হয়তো তাদের পিতাদের গলাতেও জুতার মালা পরাত। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা কানু ভাইকে গলায় জুতার মালা পরিয়ে যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে, তা আমাদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত এবং স্বাধীনতাকে অপমান করার শামিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এমন আচরণের প্রেক্ষিতে আমাদের কেবল প্রতিবাদ, শোক এবং নিন্দা জানানোর ক্ষমতাই অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা কি সেই বাংলাদেশে বসবাস করছি, যে বাংলাদেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম?

মানবন্ধন কর্মসূচির আগে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র্যালিতে জেলার মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রেন স্টপেজের দাবিতে ট্রেন থামিয়ে মানববন্ধন

যশোরের বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে স্টপেজের দাবিতে রেলগাড়িটি আটকে অবরোধ করে মানববন্ধন করেছে।

আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুই ঘন্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় আন্দোলনকারীরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে রেলগাড়িটির উপরে অবস্থান করেন। পরে রেলগাড়িটি অবিলম্বে আলমডাঙ্গাসহ পাশ্ববর্তী জেলার দুটি থানা মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার ইবি থানার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে স্টপেজ দেবার দাবি তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দেশের ঐতিহ্যবাহী আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনটি সাধারণ মানুষের রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতে অন্যতম মাধ্যম। দীর্ঘদিন যাতায়াতের সু্বধিার জন্য আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবি তোলেন উপজেলাবাসী।

এ দাবি পূরণের লক্ষ্যে আজ শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিকেল ৩টা হতে এ দাবিতে সমবেত হন স্থানীয়রা। সাড়ে তিনটার দিকে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী রেলপথ আটকে বক্তব্য রাখেন। এতে একাত্ম প্রকাশ করে রাজনৈতিক, ব্যবসায়ীক ও সামাজিক সংগঠন তাদের নিজেদের ব্যানারে অংশ নেয়। এ সময় আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকেন তারা। আন্দোলন চলাকালীন রেলগাড়িটি আধাঘণ্টা আটকে অবরোধের পর পাকশীর ঊর্ধতন রেল কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে লিখিত আবেদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতির পর আবারও ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় রেলগাড়ি।

সেখানে বক্তব্য দেন-আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি আক্তার জোয়ার্দ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক সামসুল হক টুকু, সদস্য সচিব হাবিবুল করিম চনচল,

বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব হাবিবুল করিম চনচল জানান, ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে স্টেশনে আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস আলমডাঙ্গায় স্টপেজ দীর্ঘদিনের দাবি। একাধিকবার এনিয়ে পাকশি রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রেলগাড়িটি স্টপেজের দাবিতে মানবন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু বলেন, আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই। রেলগাড়িটি থামলে কি তাদের ক্ষতি হবে কি না। ব্যবসা বাণিজ্য ও লেখাপড়ার জন্য রেলপথকে সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করে আলমডাঙ্গাবাসী। যদি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি না মানা হয় তাহলে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচিতে যাবেন তারা।